মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বাধীন বাংলাদেশ

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ অটোমান শাসনাধীনে থাকা বুলগেরিয়ার জনগণ জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুর্কি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে ১৮৭৬ সালে বুলগেরিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তুরস্কের সুলতান এ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। একরাত্রে প্রায় ৫০,০০০ হাজারের বেশি দেশপ্রেমিক বুলগারদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে বুলগেরিয়ার জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে 'বুলগেরিয়ান এট্রোসিটিস' নামে অভিহিত, যা বুলগেরিয়ার দেশপ্রেমী জনগণকে পরবর্তীতে স্বাধীনতা অর্জনের রসদ জুগিয়েছিল। *◀ শিখনফল-১*

ক. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার আসামি কয়জন ছিল? ১

খ. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া কীরূপ ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পঠিত কোন বিষয়টির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনার ন্যায় উক্ত ঘটনাই বীর বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল— বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার আসামি ছিল ৩৫ জন।

খ আগরতলা মামলার বিচারের জন্য ১৯৬৮ সালের ২১শে এপ্রিল আইয়ুব খান এক অধ্যাদেশ জারি করে বিশেষ আদালত গঠন করেন।

১৯শে জুন তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে এক ট্রাইব্যুনালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এ বিচার কাজ শুরু হয়। আসামিপক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য একটি ডিফেন্স কমিটি গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও অন্যরা তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। আসামিপক্ষের উকিলের জেরার জবাবে সরকার পক্ষের কোনো সাক্ষী উপযুক্ত জবাব দিতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে মামলার কাজ অসমাপ্ত রেখে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের ২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনীর গণহত্যার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্বিচারে গণহত্যা বিশ্বের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সংযোজন করে। বিশ্বের স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনতাকে এরূপ হত্যার নজির খুব কমই দেখা যায়। পাক-হানাদার বাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। বুলগেরিয়া দেশটিতেও এ ঘটনার প্রতিচিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, অটোমান শাসনাধীনে থাকা বুলগেরিয়ার জনগণ তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তুরস্কের সুলতান তা কঠোর হস্তে দমন করেন। এক রাতে প্রায় ৫০,০০০ হাজারের বেশি বুলগারদের হত্যা করা হয়, যা ইতিহাসে বুলগেরিয়ান এট্রোসিটিস নামে পরিচিত। ঠিক একইভাবে ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিকামী বাঙালির ওপর নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায়। এ রাতে ঢাকা শহরের প্রায় ৭-৮ হাজার মানুষ গণহত্যার শিকার হয়। তারা ছাত্র, শিক্ষক, রাজনৈতিক, পেশাজীবীসহ সকল স্তরের জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করে। পাক-বাহিনীর এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড ইতিহাসে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ২৫শে মার্চের কাল রাতের চিত্রই ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনার ন্যায় উক্ত ঘটনা অর্থাৎ ২৫শে মার্চের গণহত্যা বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ ও নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের ওপর যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, তা ছিল ইতিহাসের অন্যতম এক নারকীয় ঘটনা। এ ঘটনাই পরবর্তীতে বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। বাঙালি জাতি এ গণহত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং মুক্তির জন্য যুদ্ধ শুরু করে।

উদ্দীপকের 'বুলগেরিয়ান এট্রোসিটিস' নামক ঘটনাটি যেমন বুলগেরিয়ার দেশপ্রেমী জনগণকে পরবর্তীতে স্বাধীনতা অর্জনের রসদ জুগিয়েছিল তেমনিভাবে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। ২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনী যে জঘন্য ও বর্বরোচিত তাণ্ডবলীলা শুরু করে তা পরবর্তী ৩৬ ঘণ্টা ধরে অব্যাহত ছিল। এ বীভৎস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় গোটা জাতি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এ শোককে শক্তিতে পরিণত করে বাঙালি জাতি শুরু করে মুক্তির সংগ্রাম। শুরু হয় পাকসেনাদের সঙ্গে বাঙালি পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

পরিশেষে বলা যায় যে, ২৫শে মার্চ পাক সেনাদের পরিচালিত গণহত্যার পরপরই বাঙালি জাতি পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা।

প্রশ্ন ▶২ নিয়াজ বিদ্যালয়ে প্রদর্শিত একটি প্রামাণ্যচিত্রে একটি দেশের অস্থায়ী সরকারের ইতিহাস জানতে পারে। উক্ত সরকারের ছয়জন উপদেষ্টার ছবি এবং তাদের কার্যক্রমের বর্ণনা দেখে তার ইতিহাস জানার কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। *◀ শিখনফল-২*

ক. বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে? ১

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের যে সরকারের ইঙ্গিত বহন করে তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের অনুরূপ সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণস্বরূপ"— বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরু থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় নারীরা তাতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। বেশ কিছুসংখ্যক নারীও অস্ত্রচালনা এবং গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান, যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করে নারীরা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

গ উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের মুজিবনগর সরকারের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল এ সরকারের সদস্যরা মেহেরপুরের মুজিবনগরে (তৎকালীন বৈদ্যনাথতলা) শপথ গ্রহণ করেন। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাজউদ্দীন আহমদ। মুজিবনগর সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য ৬ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদের সদস্যরা ছিলেন-১. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী ন্যাপ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, ২. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফ্ফর ন্যাপ) অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, ৩. কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মসিং, ৪. জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর, ৫. তাজউদ্দীন আহমদ (বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী) এবং ৬. খন্দকার মোশতাক আহমেদ (বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী)। উপদেষ্টারা সরকারকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকের নিয়াজ বিদ্যালয়ে প্রদর্শিত প্রামাণ্যচিত্রে একটি দেশের অস্থায়ী সরকারের ইতিহাস জানতে পারে। ওই সরকারের ছয়জন উপদেষ্টার ছবি ও তাদের কার্যক্রমের বর্ণনা দেখে তার ইতিহাস জানার কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। সুতরাং উদ্দীপকটি মুজিবনগর সরকারেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ 'উদ্দীপকের অনুরূপ সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাণস্বরূপ'— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান করে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সমর্থন আদায়ে এ সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুজিবনগর সরকার যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে দেশকে ১১ টি সেক্টরে ও সাব-সেক্টরে ভাগ করে। এ ছাড়া জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে তিনটি বিশেষ ফোর্স বা বাহিনী গঠন করা হয়। মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দেয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করে। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে (যেমন- দিল্লি, লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, স্টকহোম) বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব নেতৃত্ব ও সাধারণ জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। মুজিবনগর সরকারের এসব কর্মকাণ্ডের ফলে একদিকে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিসেনারা দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে, অপরদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে জনমত তৈরি হয়। সর্বোপরি এ সরকারের সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমেই দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণস্বরূপ।

প্রশ্ন ▶৩ "দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" শুধুমাত্র অর্থ সংগ্রহের জন্য পরিচালিত হয়নি। এটি বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলায় এক বিরাট ভূমিকা রাখে। সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কনসার্টটি। বিশ্বে এটিই প্রথমবারের মতো কোনো যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বৃহৎ পরিসরে আয়োজিত দাতব্য কনসার্ট। ◀*শিখনফল-২ ও ৫*

ক. অপারেশন সার্চলাইট কবে পরিচালিত হয়? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের উদ্যোগটি বাংলাদেশের কোন ঘটনার সাথে জড়িত? উক্ত ঘটনার পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার সফলতার পেছনে বিদ্যমান তৎকালীন অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপারেশন সার্চলাইট পরিচালিত হয় ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরু থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় নারীরা তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বেশ কিছুসংখ্যক নারী অস্ত্রচালনা এবং গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান, যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করে নারীরা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

গ উদ্দীপকের উদ্যোগটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার সাথে জড়িত।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানিরা নানারকম বৈষম্যের শিকার হয়। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ ইত্যাদিসহ সকল ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিরা অগ্রাধিকার পেত। এমনকি তারা একসাথে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে বেছে নেয়। তখন পূর্ব পাকিস্তানিরা প্রতিবাদ করে বাংলা ভাষার মর্যাদা আদায় করতে সক্ষম হয়। তবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানিরা সামাজিক, শিক্ষা, রাজনেতিক সব ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। বৈষম্যের কারণে ধীরে ধীরে বাঙালিরা প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবি পেশ করেন যা 'বাঙালির মুক্তির সনদ' নামে পরিচিত।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ছয়দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি' হিসেবে ঘোষণা করে দমন-পীড়ন শুরু করে। সরকার বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিলে বাঙালি এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে মামলা প্রত্যাহার করে নেয় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এরপর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে নানা টালবাহানা শুরু করে। এর প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানিদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের ঘটনা বাঙালিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের উদ্যোগ ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুক্তিযুদ্ধের সফলতার পিছনে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। এ সরকার বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে। এতে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এ সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে (কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম) মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন থেকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে।

সরকার গঠনের পর ১১ই এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। পাশাপাশি বেশকিছু সাব-সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল। এদেরকে বলা হতো মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিফৌজ। তারা প্রতিবেশী ভারতের ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বেই দেশকে পাকিস্তানি দখলমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করেছেন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ দিয়েছেন বা আহত হয়েছেন। তবে সব কিছুর বিনিময়ে তারা বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায়, মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পিত কার্যক্রম বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ সহজ করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪ মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সহপাঠীদের সংগঠিত করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধে তাদের অনেকেই শহীদ হলেও দেশটি শত্রুমুক্ত হয়। *◀ শিখনফল-৩*

ক. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মাহমুদ যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে, মুক্তিযুদ্ধে সে সমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সমাজের ভূমিকাতেই কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছিল? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী।

খ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলেও ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। বরং যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়। প্রকৃতপক্ষে 'ভেটো' ('না' ভোট দিয়ে প্রস্তাব বাতিল করা) ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি দেশের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন) সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা বরাবরই অত্যন্ত সীমিত।

গ উদ্দীপকের মাহমুদ যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে তা হলো ছাত্রসমাজ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ধীরে ধীরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি বড় অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। অনেক ছাত্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করে।

মুক্তিবাহিনীতে একক গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই বাহিনীর অনিয়মিত শাখার এক বিরাট অংশও ছিল ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়েই গঠন করা হয় মুজিব বাহিনী। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরাও সংগঠিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। উদ্দীপকে মাহমুদ ও তার সহপাঠীদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের ভূমিকারই অনুরূপ। তাই বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।

ঘ না, শুধুমাত্র ছাত্রসমাজের ভূমিকাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল না। এদেশের আপামর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণই স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সহায়ক হয়েছিল।

উদ্দীপকে উল্লেখ করা ছাত্রসমাজ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে তাদের একক অংশগ্রহণেই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়নি। শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক, শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মীসহ সব শ্রেণির মানুষ অস্ত্রহাতে সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। পাশাপাশি নারীসমাজ, গণমাধ্যম, প্রবাসী বাঙালি, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং আপামর জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতের অনেক সেনাও যুদ্ধে অংশ নেন। পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারীও অস্ত্রচালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা ও তথ্য সরবরাহের কাজ করেন।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের ঘটনা, রণাঙ্গনের খবর দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মনোবল বাড়াতে অবদান রাখে। এছাড়া প্রবাসী বাঙালিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যার ভয়াবহতা তুলে ধরেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন করেন। শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রেরণামূলক গান, কবিতা, নাটক, কথিকা, চিত্রকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা তথা দেশবাসীকে উজ্জীবিত করতেন।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণি বা সমাজের অর্জন নয়; বরং সব শ্রেণির মানুষের অবদান ও তাদের অনেকের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীনতা।

প্রশ্ন ▶ ৫ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা

'ক' দেশ	'খ' দেশ
শরণার্থীকে আশ্রয়	বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করা
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ	সহানুভূতিশীল হওয়া
মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ	মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রচারের প্রধান কেন্দ্র

◀ শিখনফল-৪

ক. মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'খ' দেশটিকে কোন দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'ক' দেশটি আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছিল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। এ কেন্দ্র থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের

সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা ইত্যাদি প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করা হতো। এ ছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর প্রচারে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। বিদেশি গণমাধ্যমে প্রচারিত খবরও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

গ ছকচিত্রের 'খ' দেশটি হলো গ্রেট ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্য।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বিশ্ব বিবেককে হতবাক করে দেয়। বিভিন্ন দেশ পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় দোসরদের চালানো হত্যাযজ্ঞ, নারী নির্যাতন ও লুটতরাজ-অগ্নিসংযোগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। সেইসাথে তারা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানায়। যুক্তরাজ্য ছিল এ দেশগুলোর অন্যতম।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ন্যায্য দাবির প্রতি যুক্তরাজ্য সমর্থন জানিয়ে আসছিল। দেশটির প্রচার মাধ্যমে বিশেষত বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর ২৫ শে মার্চের নির্মম গণহত্যার চিত্র উঠে আসে। সাহসী ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই গণহত্যার সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ সাংবাদিকরা বাঙালির প্রতিরোধ লড়াই, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের করুণ অবস্থা, মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ ইত্যাদির চিত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। পাশ্চাত্যের আরো কিছু দেশের সংবাদকর্মীরাও এ কাজে যুক্ত ছিলেন। তবে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন ছিল পুরো বিশ্বের কাছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা লন্ডনে থেকে এর কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। ছকচিত্রের 'খ' দেশও বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করা, সহানুভূতি প্রদর্শন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হওয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। এগুলো যুক্তরাজ্যের তখনকার ভূমিকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় ছকচিত্রে 'খ' দেশ বলতে যুক্তরাজ্যকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ ছকচিত্রের 'ক' দেশটি হলো ভারত। হ্যাঁ, আমি মনে করি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এ দেশটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশি রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সুস্পষ্ট সমর্থন জানায়। ২৫ শে মার্চ রাত থেকে শুরু হয়ে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত ছিল। ভারতীয় প্রচারমাধ্যম এ সংবাদ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে।

বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীকে রুখে দাঁড়ালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এসময় ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে সহায়তা করে। এপ্রিলের শেষ দিকে ত্রিপুরাসহ ভারতের মাটিতে বাঙালি তরুণ- যুবকদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়, যা নভেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। এ ছাড়া পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ ও নির্মম অত্যাচার থেকে বাঁচতে গ্রাম ও শহরাঞ্চল থেকে লাখ-লাখ বাঙালি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। এসব বাঙালি শরণার্থীকে সাহায্যের জন্য ভারত সরকার তাদের সীমান্ত খুলে দেয়। প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে পশ্চিমবাংলা, বিহার, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবির খোলা হয়। পাশাপাশি কলকাতায় অবস্থান করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। ছকচিত্রে দেখা যায়, 'ক' দেশ শরণার্থীদের আশ্রয়দান, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করে। 'ক' দেশের এই কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সরকার ও জনগণের সহযোগিতাকেই মনে করিয়ে দেয়।

ওপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, ছকচিত্রের 'ক' দেশ অর্থাৎ ভারত ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। ভারতের সার্বিক সহযোগিতা মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব করে তুলেছিল।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৬

তারিখ	সংবিধানের সংশোধনীসমূহ
৬ এপ্রিল ১৯৭৯	পঞ্চম
৬ আগস্ট ১৯৯১	দ্বাদশ
২৭ মার্চ ১৯৯৬	ত্রয়োদশ

◀ শিখনফল-৯

ক. যুক্তফ্রন্ট সরকার কতদিন ক্ষমতায় ছিল? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সর্বশেষ সংশোধনীটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চায় উপরোক্ত কোন সংশোধনীটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট সরকার ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল।

খ মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল।

১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে গঠিত হওয়া সংগ্রাম পরিষদে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। অপরদিকে, সহযোদ্ধা হিসেবে নারীরা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা; তাদের আশ্রয়দান ও শত্রুপক্ষের তথ্য সরবরাহ করে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের গণতন্ত্র চর্চায় দ্বাদশ সংশোধনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে— এর সপক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও।

প্রশ্ন ▶ ৭ চার বছর বয়সের মণি বারবার তার মায়ের কাছে বাবার খোঁজ নেয়। মা বলে, বাবা জানোয়ারদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছে। মণির মা নয় মাস সন্তানকে নিয়ে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটালেন। অবশেষে ডিসেম্বর মাসের এক সকালে লাল-সবুজ পতাকা হাতে তার বাবাকে ফিরে পেল মণি। *◀ শিখনফল-৩ ও ৪*

ক. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. বঙ্গবন্ধুর 'দ্বিতীয় বিপ্লব' কর্মসূচিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মণির বাবা যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "মণির বাবার মতো অন্যরাও উক্ত যুদ্ধের ফলাফলের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী।

খ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন ও শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'দ্বিতীয় বিপ্লব' কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের অভ্যন্তরে মজুতদার, দুর্নীতিবাজ ও ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর অপতৎপরতা এবং ১৯৭৩-১৯৭৪ সালের বন্যা দেশের খাদ্য সংকটকে তীব্র করে তোলে। এ পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৫ সালে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন দল নিয়ে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করে। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন। এটিকে তিনি 'দ্বিতীয় বিপ্লব' নামে অভিহিত করেন।

সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর।

ঘ মুক্তিযুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সর্বস্তরের জনগণ যুদ্ধজয়ের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল— বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৮ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে, এমন একটি স্থানে হঠাৎ দুই বন্ধুর দেখা। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দুই বন্ধু রংপুর সীমান্তে একসাথে পাঁচ মাস যুদ্ধ করেছিল। ভাতা প্রদানকালে তাদের দেখা হবে তারা তা ভাবতেই পারেনি। কিছুক্ষণ সেই উত্তাল দিনগুলোর স্মৃতি স্মরণ করছিল। এখন তাদের বয়স হয়েছে, দেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই বয়সে তাদের একমাত্র চাওয়া, তাদের এই আত্মত্যাগ, দেশের প্রতি ভালবাসা যেন কোনোভাবেই বিফলে না যায়। *◀ শিখনফল-৫*

ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. প্রবাসী বাঙালিরা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দুই বন্ধুর মতো আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধা এ দেশকে স্বাধীন করার জন্য কীভাবে আত্মত্যাগ করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর শুধুমাত্র ভাতা প্রদান করলেই এদেশের মহান মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে? মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶৯ "চব্বিশ বছরের টগবগে যুবক। পিঠে ও বুকে গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' লিখে নিজেকে বন্দুকের নিশানা করেছিলেন। কবরে নামানোর সময় অনেক চেষ্টা করেও বাংলাদেশের সেই ললাট লিখন ওঠানো যায়নি। পুলিশের যে গুলি তার পাঁজরে রক্তজবা ফুটিয়েছিল, সেটিও সেখানে থেকে গেছে। যে আয়ু আত্মসাৎ করে নিয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি, সেই রাজনীতি আজও গণতন্ত্রকে তাঁর মতো বাড়তে দেয়নি। *◀ শিখনফল-৮*

ক. ১০ই নভেম্বর কী দিবস? ১

খ. তিন জোটের রূপরেখা বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত যুবকের জীবন দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের যুবকের মতো আরো অনেকে ত্যাগ স্বীকার করেছেন— এর সপক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. কোন পাকিস্তানি নেতারা ২৫শে মার্চ রাতে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন?
ক ইয়াহিয়া ও টিক্কা খান
খ ইয়াহিয়া ও ভুট্টো
গ ইয়াহিয়া ও রাও ফরমান আলী
ঘ ইয়াহিয়া ও খাজা নাজিমুদ্দীন

২. বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর করা হয় কত তারিখে?
ক ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর
খ ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল
গ ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর
ঘ ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য কে ছিলেন?
ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ মনি সিং
গ এম. মনসুর আলী
ঘ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান

৪. কোন শহরে মুজিবনগর সরকারের মিশন স্থগিত হয়েছিল?
ক আমস্টার্ডাম খ করাচি
গ ওয়াশিংটন ঘ জেনেভা

৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকার কতটি ব্রিগেড ফোর্স গঠন করে?
ক ৫টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ১১টি

৬. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কে বিশ্ব নেতৃত্ব ও জনমত আদায়ের বিশেষ দূত নিযুক্ত হন?
ক কমরেড মনি সিং
খ শ্রী মনোরঞ্জন ধর
গ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
ঘ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

৭. বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৮১ সালটি স্মরণীয় হয়ে আছে, কারণ—
i. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বেসামরিক ব্যক্তির জয় লাভ
ii. জেনারেল জিয়া নিহত হন
iii. জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৯০ সাল তাৎপর্যপূর্ণ কারণ—
i. হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের পতন হয়
ii. সামরিক শাসনের অবসান ঘটে
iii. গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা শুরু হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে ছিলেন—
i. মোজাফফর আহমেদ
ii. এম মনসুর আলী
iii. শ্রী মনোরঞ্জন ধর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ছিলেন—
i. তাজউদ্দীন আহমদ
ii. এম মনসুর আলী
iii. শ্রী মনোরঞ্জন ধর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

১১. উক্ত যুদ্ধটি কতদিন ব্যাপী সংঘটিত হয়েছিল?
ক ২৫৬ দিন খ ২৬৬ দিন
গ ২৭০ দিন ঘ ২৭৫ দিন

১২. উক্ত যুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার জন্য নেতৃত্ব দেন—
i. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
ii. সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ
iii. কমিউনিস্ট পার্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?
ক আওয়ামী লীগ খ ন্যাপ (ভাসানী)
গ মুসলিম লীগ
ঘ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

১৪. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ কেন আওয়ামী লীগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছিল?
ক শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য
খ অসাম্প্রদায়িক দল বলে
গ পূর্ব বাংলার দল বলে
ঘ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তার জন্য

১৫. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তাৎপর্য হলো—
i. স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ডাক
ii. পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রেরণা
iii. বাঙালি জাতির এক স্মরণীয় দলিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মূল কারণ ছিল—
i. অর্থনৈতিক মুক্তি
ii. বাঙালি জাতীয়তাবোধ
iii. পাক-প্রশাসনের প্রতি ঘৃণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. কত হাজার পাকসেনা নিঃশর্তে যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করে? (জ্ঞান)
ক ৯২ খ ৯৩
গ ৯৪ ঘ ৯৫

১৮. স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রাধান্য দেয়—
i. সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে
ii. নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে
iii. বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. বঙ্গবন্ধু সরকারের সময়ে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো—
i. মাধ্যমিক শিক্ষা সরকারিকরণ
ii. পরিত্যক্ত কারখানা জাতীয়করণ
iii. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. বাংলাদেশে একটানা কত বছর অগণতান্ত্রিক শাসন চালু ছিল?
ক ১০ বছর খ ১৫ বছর
গ ২০ বছর ঘ ২৫ বছর

২১. মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমানের সামরিক পদবি কী ছিল?
ক মেজর খ কর্নেল
গ ব্রিগেডিয়ার ঘ জেনারেল

২২. জেনারেল জিয়াউর রহমান—
i. মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর ছিলেন
ii. কে.এম শফিউল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন
iii. পৈশাচিক জেলহত্যার দিনে গৃহবন্দি হন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের তালিকাটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রপতি
বিচারপতি এ.এম. সায়েম	বিচারপতি আহসান উদ্দিন
প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 'ক'	প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 'খ'

২৩. প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 'ক' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক বিচারপতি আব্দুস সাত্তার
খ খন্দকার মোশতাক
গ জেনারেল জিয়াউর রহমান
ঘ জেনারেল এরশাদ

২৪. তালিকায় উল্লিখিত শাসক 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যকার বৈসাদৃশ্য হলো—
i. সংবিধান সংশোধন
ii. ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি
iii. সার্ক গঠনের উদ্যোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. কোনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল?
ক ৪র্থ খ ৫ম
গ ৬ষ্ঠ ঘ ৭ম

২৬. কার মৃত্যুর পরে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় বাধা সৃষ্টি হয়?
ক জেনারেল জিয়া খ খালেদ মোশাররফ
গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ কর্নেল তাহের

২৭. কত তারিখে জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস হয়?
ক ২৬শে মার্চ ১৯৯৬ খ ২৬শে মার্চ ২০০১
গ ২৬শে মার্চ ২০০৮ ঘ ৫ই জানুয়ারি ২০১৪

২৮. বাংলাদেশে গত ৪০ বছরে দারিদ্র্যের হার কত শতাংশে নেমে এসেছে?
ক ৩০ খ ৪০
গ ৫০ ঘ ৬০

২৯. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে—
i. দিন বদলের পদক্ষেপ
ii. জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র
iii. জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র-২
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয় কখন?
ক ১৯৮৭ সালের ৩রা মার্চ
খ ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ
গ ১৯৮৯ সালের ৩রা মার্চ
ঘ ১৯৯০ সালের ৩রা মার্চ

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১▶ "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি"— আপেল মাহমুদের গাওয়া এই গানটি সাধারণ মানুষকে এতটাই অনুপ্রাণিত করে যে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারই অংশ হিসেবে রাজবাড়ী জেলার সজ্জনকান্দা গ্রামের দুই বোন গীতা ও রাসু প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করতেন।

ক. মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন? ১

খ. মুজিবনগর সরকার কেন গঠন করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের গানটি মুক্তিযুদ্ধের যে মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত, মুক্তিযুদ্ধে উক্ত মাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে গীতা ও রাসুর মতো অনেক নারীর ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

২▶ চার বছর বয়সের মণি বারবার তার মায়ের কাছে বাবার খোঁজ নেয়। মা বলে, বাবা জানোয়ারদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছে। মণির মা নয় মাস সন্তানকে নিয়ে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটালেন। অবশেষে ডিসেম্বর মাসের এক সকালে লাল-সবুজ পতাকা হাতে তার বাবাকে ফিরে পেল মণি।

ক. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মণির বাবা যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "মণির বাবার মতো অন্যরাও উক্ত যুদ্ধের ফলাফলের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩▶

A → 1952 → 1966 → 1968 → 1971

ছকঃ A-এর সালগুলোর সংঘটিত ঘটনায় একটি শ্রেণির অবদান

B → 1954 → 1956 → 1958 → 1969

ছকঃ B-এর সালগুলোর সংঘটিত ঘটনায় নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি কারা? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধ বলা হয় কেন? ২

গ. ছক: A-তে কোন শ্রেণির অবদানের উল্লেখ রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছক: B এর ঘটনায় যার নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তার ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৪▶ দৃশ্যকল্প-১: রূপনগর অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের-ভাগ্যের উন্নয়নে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।'

টিভিতে হঠাৎ এই গান শুনে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সাকিবের বাবা বলেন, "এসব কর্মকাণ্ড আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গতিকে বেগবান করেছিল।"

ক. কত তারিখে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়? ১

খ. বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ সাকিবের বাবার মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৫▶ দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা, যিনি আজীবন আন্দোলন করেছেন বর্ণবাদ প্রথার বিরুদ্ধে। বর্ণবাদের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ কৃষ্ণাঙ্গরা বৈষম্যের শিকার হত। এজন্য তিনি বর্ণবাদ নির্মূলে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ আন্দোলনের কারণে তিনি ২৮ বছর কারাজীবন ভোগ করেন। তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ক. কখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতার সাথে কোন নেতার মিল রয়েছে? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. "তিনিও দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো বাংলার সকল মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬▶ জনাব 'ক' এর দল নির্বাচনে জয়লাভ করলেও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। এতে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তারা কঠোরভাবে দমনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। জনাব 'ক' এর দল স্বাধীনতা ঘোষণা করলে আপামর জনগণ তাতে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অবশেষে তার দেশ স্বাধীন হয়।

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কোন বৈষম্যটি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মুক্তিকামী জনগণের সহযোগিতা ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭▶ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী যখন নারকীয় তাণ্ডব শুরু করে তখন রাইমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দেশের এ পরিস্থিতির কারণে রাইমান দেশকে, দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাইমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার অনেক বন্ধুও তার সাথে শত্রুর মোকাবিলা করেন।

ক. কাদের তত্ত্বাবধানে জয় বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হতো? ১

খ. ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর কী ঘটেছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধে যাদের ভূমিকার প্রতিফলন ঘটেছে, তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৮▶ সদ্য প্রয়াত কালজয়ী কণ্ঠশিল্পী আব্দুল জব্বার স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পী ছিলেন। তার গান শুনে সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়। অন্য দিকে চিলমারির সুফিয়া খাতুন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে খাবার সরবরাহ করতেন। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করতেন।

ক. স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর তালিকা তৈরি কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম ব্যক্তি যে মাধ্যমে কাজ করতেন, মুক্তিযুদ্ধে উক্ত মাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে উদ্দীপকের দ্বিতীয় ব্যক্তির ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ-তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৯▶ জনাব কালাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। এক রাতে পাকবাহিনী বাঙালির ওপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালায়। তিনি গ্রামের বাড়ি সিলেট থেকে ভারতে গিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। ক্যাম্পে থাকার সময় নিবেদিতা দাশের নেতৃত্বাধীন মুক্তিফৌজ তাদের খাদ্য, পানীয় দেওয়া সহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। তিনি আরও বলেন, 'নিবেদিতা দিদি আমাদের সাথে একাধিক সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন'।

ক. উপজেলা ব্যবস্থা কে চালু করেন? ১

খ. মুজিবনগর সরকার কেন গঠিত হয়? ২

গ. মুক্তিযুদ্ধ জনাব কালামের মত ব্যক্তিদের ভূমিকা চিহ্নিত কর।৩

ঘ. "নিবেদিতা দাশ ও তার মত ব্যক্তিরাই মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকা রাখে"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১০▶ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত সুজয়দ্বীপের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্ব দেন মি. কাইউম। তার সারাজীবনের কর্মকাণ্ড, আন্দোলন নির্দেশিত হয়েছে তাঁর জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। এই লক্ষ্যে তিনি যেমন ছাত্র সংগঠন তৈরিতে উদ্যোগী হন তেমনি নতুন রাজনৈতিক দলও গড়ে তোলেন। বিভিন্ন আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়।

ক. ১৯৯০ সালে জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ কোন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন? ১

খ. "জাতীয় শিশুনীতি-২০১১" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. কাইউমের সাথে কোন নেতার মিল রয়েছে? তার নেতৃত্বের ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে তার কি কোনো অবদান আছে বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন কর। ৪

১১▶ স্বৈরশাসক দ্বারা পরিচালিত একটি দেশের জনগণ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে মিছিল করছে। মিছিলের অগ্রভাগে রয়েছে খালি গায়ে এক যুবক; যার পিঠে লেখা 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক'। হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে যুবকটি।

ক. 'ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স' জারি করেছিলেন কে? ১

খ. গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ গণপরিষদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রায় উক্ত ঘটনাটি কি একমাত্র নিয়ামক ছিল? মতামত দাও। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	খ	২	ঘ	৩	খ	৪	গ	৫	খ	৬	ঘ	৭	ক	৮	ঘ	৯	খ	১০	খ	১১	খ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ঘ
১৬	ক	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	খ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	খ